প্রথম আলো

তারিখ ... 28 JAN 2016 ... পৃষ্ঠা ... ৯ ... কলাম ... ৪

কলেজের জন্য ইজারা নেওয়া জমিতে বাণিজ্যিক ভবন

শরিফুল হাসান ●

কলেজের জন্য ইজারা নেওয়া সরকারি জমিতে বহুতল বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণের জন্য চুক্তি করেছে ঢাকার সেন্ট্রাল ল কলেজের অধ্যক্ষ। এই জমিটির বাজারমূল্য প্রায় ৬০ কোটি টাকা বলে জানা গেছে।

রাজধানীর বিজয়নগরে সাড়ে ১০ কাঠা (দশমিক ১৭৯০ একর) জায়গায় সেন্ট্রাল ল কলেজটি অবস্থিত। সরকারি নথিতে দেখা গেছে, জমিটি ঢাকা জেলা প্রশাসনের ১ নম্বর খাস খতিয়ানের অন্তর্ভুক্ত। তবে ১৯৬৬ সালে কলেজ করার জন্য পূর্ব পাকিস্তান সরকার নামমাত্র দামে কলেজকে ৩০ বছরের জন্য জমিটি ইজারা দেয়। ১৯৯৯ সালের ৯ মে ওই ইজারার মেয়াদ শেষ হয়। এরপর কলেজের অধ্যক্ষ খন্দকার সামসুদ্দিন ওই জায়গার ইজারা বৃদ্ধি এবং নিজের নামে নামজারির জন্য ঢাকা জেলা প্রশাসকের (রাজস্ব) কাছে আবেদন করেন। জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, সরকারের খাসজমি কারও নামে রেকর্ড করা যায় না। কিন্তু অধ্যক্ষ নিজের নামে রেকর্ড পাওয়ার জন্য সরকারি কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা করেন। ঢাকার যুগ্ম জজ আদালত অধ্যক্ষের পক্ষে রায় দেন। এরপর গত বছরের ২ নভেম্বর অধ্যক্ষ একটি নির্মাণ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বহুতল বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণের জন্য চুক্তি করেন।

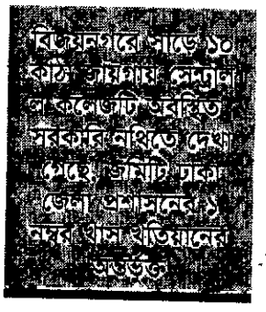

বিজয়নগরে সাড়ে ১০ কাঠা জায়গায় সেন্ট্রাল ল কলেজটি অবস্থিত। সরকারি নথিতে দেখা গেছে, জমিটি ঢাকা জেলা প্রশাসনের ১ নম্বর খাস খতিয়ানের অন্তর্ভুক্ত

কলেজের ছাত্রদের অভিযোগ, বর্তমান অধ্যক্ষ গত পাঁচ বছরে কলেজে আসেননি। একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হিসেবে তিনি কর্মরত। কলেজ চালানোর চেয়েও তিনি ব্যবসা করতে বেশি উৎসাহী।

সম্প্রতি অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে ভূমি মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা জেলা প্রশাসন ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের কাছে একাধিক অভিযোগ জমা পড়েছে। তাতে বলা হয়েছে, এই কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন সৈয়দ দস্তগির হোসেন। তিনি হাইকোর্টের বিচারপতি হিসেবে চলে গেলে উপাধ্যক্ষ খন্দকার সামসুদ্দিন আহমেদ অধ্যক্ষের দায়িত্ব নেন। কলেজটি ধ্বংসের মুখে বলেও অনেকে অভিযোগ করেন।

তবে কলেজের অধ্যক্ষ খন্দকার সামসুদ্দিন আহমেদ এসব অভিযোগকে ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছেন। তিনি বলেন, 'এই জমির মালিক এখন কলেজ কর্তৃপক্ষ। কাজেই কর্তৃপক্ষ চাইলে যা খুশি করতে পারে'।

জানতে চাইলে ঢাকা জেলা প্রশাসনের একজন কর্মকর্তা *প্রথম আলো*কে বলেন, 'সরকারের এই খাসজমিটি ৩০ বছরের জন্য কলেজকে ইজারা দেওয়া হয়েছিল। পরে সরকার নিয়ম করে জমির দামের ২৫ শতাংশ সরকারি কোষাগারে জমা দিতে হবে। কিন্তু কলেজ কর্তৃপক্ষ তা না দিয়ে উল্টো মামলা করে। আবার ইজারার শর্তে বলা হয়েছিল, কলেজের কাজ ছাড়া সেখানে অন্য কোন উদ্দেশ্যে ভবন করা যাবে না। কিন্তু সেটিও মানছে না কলেজ কর্তৃপক্ষ।'

জানতে চাইলে ঢাকা জেলা প্রশাসক তোফাজ্জল হোসেন গতকাল *প্রথম আলো*কে বলেন, 'কলেজকে জমি ইজারা দেওয়ার শর্তে যেহেতু বলা আছে সেখানে কলেজ ছাড়া কিছু করা যাবে না, কাজেই সেই শর্ত মানতে হবে। আর যদি অন্য কিছুও করতে চায়, তাহলে অবশ্যই জেলা প্রশাসনের অনুমতি নিতে হবে।'